শালবনীতে ফের হাতির হামলায় আহত মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শালবনী ঃ হাতির হামলাতে আহত হলেন এক মহিলা। এই ঘটনার পরে বিষ্ণুপুর গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা গেছে, মাঠে চাষের কাজ করার সময় হাতির অতর্কিত হামলায় হাতির লাথিতে কোমরে ও পায়ে চোট পেয়েছেন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি ভর্তি রয়েছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আহত ওই মহিলার নাম সারদা মুর্মু (৩২)। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর এলাকায় সোমবার সকালে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রামের পাশে মাঠে ধান বাঁধার কাজ করতে গিয়েছিলেন গৃহবধু সারদা। বেলা

আটটা নাগাদ হঠাৎ সেখানে পিছনের জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে লোকজনকে তাড়া করে। এই তাড়া খেয়ে সকলেই পালাতে সক্ষম হলেও সারদাদেবী দৌড়ে পালাতে সক্ষম হননি। দৌড়ানোর চেষ্টা করলেও হাতি তাঁকে ছুটে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। ধাক্কা খেয়ে তিনি দূরে ছিটকে পড়ে যান। তাঁর কোমরে ধাক্কা লাগে। দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা দৌড়ে এসে চেঁচামেচি করে হাতিকে তাড়িয়ে ওই বধূকে উদ্ধার করে। তাঁকে প্রথমে শালবনী হাসপাতাল পরে সেখান থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রবিবার বিকালে মেদিনীপুর সদর ব্লকের গুড়গুড়িপাল এলাকাতে একদল দলমার হাতির দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে বিভিন্ন এলাকাতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই পালেরই একটি অংশ শালবনীতে ঢুকে তান্ডব করছে বলে বনকর্তারা জানিয়েছেন। সোমবারের ঘটনার পরে বনদফতরের পক্ষ থেকে হাতিগুলিকে তাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সামনেই লক্ষ্মীপুজো, মেদিনীপুর শহরের গান্ধী মোড়ে ধনদেবীর পসরা সাজিয়েছেন বিক্রেতা, সোমবার দুপুরে সুদীপ কুমার খাঁড়ার তোলা ছবি।

এবিটিএ-এর জেলা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার নবম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন আগামী ১৭-১৮ই নভেম্বর বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে প্রয়াত গৌরীশঙ্কর বসুর নামাঙ্কিত নগর এবং প্রয়াত শ্যামল দত্তের নামাঙ্কিত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। সমিতির জেলা দপ্তর গোলকপতি ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্বাগত ভাষণ

দেন সমিতির জেলা সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জেলার শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কীর্তি দে বক্সী, বিশ্বনাথ দাস, সারদা চক্রবর্তী, কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব গঙ্গাধর বর্মণ, সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব অপরেশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অশোক ঘোষ, ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রসেনজিৎ মুদি, বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের জেলা সহসভাপতি বিকাশ পট্টনায়কে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্টার অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার ঘোড়ইকে সভাপতি করে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রগতিশীল মানুষদের নিয়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি হয়েছেন ব্রজগোপাল পড়িয়া ও সম্পাদক হয়েছেন বিপদতারণ ঘোষ। উল্লেখ্য, জেলার তিনটি মহকুমা এবং ২৬টি আঞ্চলিক শাখার সম্মেলন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এই তিনটি মহকুমা সম্মেলন থেকে নির্বাচিত জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় তিনশো শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।

শারদীয়াকে কেন্দ্র করে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ শারদীয়া উৎসবকে কেন্দ্র করে খেজুরি লাক্ষী স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ৭ দিন ব্যাপি ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হল। ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত। প্রচুর দর্শক বিশেষ করে মহিলা দর্শকদের উপস্থিতিতে যে দুটি দল ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে তমলুক খেলাঘর ও মধুসূদনচক দেশপ্রিয় সংঘ। নির্ধারিত সময় কোন দলই খেলায় গোল করতে পারেনি ফলে ট্রাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জয়লাভ করে তমলুক খেলাঘর। খেলার শেষে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। চ্যাম্পিয়ন দল তমলুক খেলাঘর বিমল স্মৃতি ট্রফি-সহ নগদ ১৮ হাজার টাকা ও রানার্স দল মধুসূদনচক দেশপ্রিয় সংঘ রেবতি স্মৃতি ট্রফি সহ নগদ ১৩ হাজার টাকা পায়। পুরস্কার বিতরণীতে সভাপতিত্ব করেন অলোক দাস, প্রধান অতিথি কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত, জেলাপরিষদ সদস্য বিমান নায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি শঙ্কর বাগ, ব্লক স্পোর্টস সম্পাদক রাজকুমার সামন্ত, লাক্ষী অঞ্চলের উপপ্রধান বিমল জানা।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্লাব সম্পাদক দীপক কুমার বেরা।

উৎসবে জমজমাট ছিল লিটিল ম্যাগাজিন তাঁবু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ দেবীপক্ষের সূচনার পরপরই শুরু হয়ে যায় লিটল ম্যাগাজিনগুলির পুজো সংখ্যার সম্ভার সমারোহ। আর এই লিটল ম্যাগাজিনের লড়াইটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিগত প্রায় দশবছর ধরে লড়াই সংগঠিত করা সংস্থা মেদিনীপুর লিটল ম্যাগাজিন অ্যাকাডেমির উদ্যোগে প্রতি বছরের মতোই এবছরও পুজোর সময় আয়োজিত হয়েছিল লিটল ম্যাগাজিন তাঁবু। মহাষষ্ঠীর দিনই মেদিনীপুর শহরের হেড পোস্টঅফিস রোডে কর্মচারী ভবনের ঠিক উল্টো দিকে এই তাঁবুর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট পুস্তক ব্যবসায়ী তথা লিটিল ম্যাগাজিনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গৌতম সরকার। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলার লিটল ম্যাগাজিন সমূহের আন্নীয় পরিজনবর্গ ও বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক তথা গবেষকবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি পিনাক বিজয় চক্রবর্তী, সহসভাপতি চিন্ময় দাস, কার্যকরী সভাপতি অচিন্ত্য মাকিক, সম্পাদক গৌতম মাহাতো, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসুন কুমার পড়িয়া-সহ অ্যাকাডেমির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। এছাড়া শিক্ষাব্রতী চপল ভট্টাচার্য, লোকসংস্কৃতি গবেষক মধুপ দে, কবি সিদ্ধার্থ সাঁতরা, সাহিত্যিক প্রদীপ দেব বর্মণ, চিত্রকর রবি দে, শিল্পী সুদীপ মাইতি, কবি সন্তু জানা, ফটোগ্রাফার ও পরিবেশপ্রেমী রাকেশ সিংহসেব ও দেবাশিষ দে-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে লিটল ম্যাগাজিন তাঁবু চাঁদের হাটে পরিণত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য। এই তাঁবু সেজে উঠেছিল জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত নানান লিটল ম্যাগাজিনে। জঙ্গলমহল থেকে প্রকাশিত মেঠোপথ, দাঁতন থেকে প্রকাশিত দন্তভূক্তি পত্রিকা, লোকায়ত দন্তভূক্তি, ঘাটালের সৃজন, মেদিনীপুর শহরের থেকে প্রকাশিত অমিত্রাক্ষর, অন্য ক্যানভাস, নয়ন, ছড়াপত্র, সুসাধী-সহ নানা লিটিল ম্যাগাজিনের সম্ভারে সেজে উঠেছিল তাঁবু। লিটল ম্যাগাজিন অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে জানানো হয়, লিটিল ম্যাগাজিন আসলে এক সংগ্রাম। তাকে টিকিয়ে রাখতে এবং লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের এই আন্দোলন সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিবছরই তাঁরা এই ধরণের প্রদর্শনী ও বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে পাঠককুলের সাথে একটা আত্মীক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বিপণনের পাশাপাশি কবি-সাহিত্যিকদের প্রাত্যহিক ঘরোয়া আড্ডায় জমজমাট ছিল এবারের উৎসবের সময় গড়ে ওঠা চারদিনের এই তাঁবু।

ময়নায় নকআউট কাবাডি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ অল বেঙ্গল মেন নকআউট কবাডি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল ময়নার পূর্ণানন্দ বিদ্যাপীঠ ময়দানে। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার এই প্রতিযোগিতায় মোট আটটি জেলার আটটি দল অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ময়না রাজপরিবারের সদস্য তথা শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহবলিন্দ্র, ইস্টারন্যাশানাল বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডাইরেক্টর ও সিইও ইউনুস মোল্লা, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সেক সাজাহান আলি, ময়না তিলবোজা অঞ্চলের উপপ্রধান সুকুমার রায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। খেলা দেখার জন্য উৎসুক মানুষের ভিড় ছিল ব্যাপক।

যানজট এড়াতে গিয়ে অন্য বিপত্তি শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পুজোর মরশুমে ট্রাফিক সমস্যায় ভুগল মেদিনীপুর শহর। পুজোর মরশুমে যানজট এড়ানোর জন্য পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত শহরের ভিতরে বিকেল ৩টে থেকে রাত ২টো পর্যন্ত বাস, ছোট গাড়ি, অটো পর্যন্ত কিছুই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত। কিন্তু সমস্যা হল, মেদিনীপুর শহরের অনেক বাসিন্দার নিজের গাড়ি রয়েছে। তাঁরা ওই গাড়ি নিয়ে শহরের বাইরে গেলে ফেরার জন্য রাত ২টো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ধরা যাক, একজন গাড়ি মালিকের বাড়ি জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। ওনাকে বাড়ি ফিরতে আমতলা এলাকায় রাত ২টো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। পুজোর সময়ে এর ফলে অনেককে খুবই সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। তবে শহরবাসীর একাংশের দাবি, যানজট এড়ানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে শহরের ঠিকানায় অবস্থিত গাড়িগুলিকে নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া যেতে পারত। সেই কার্ড দেখিয়ে তাঁরা শহরে ঢুকতে ও বের হতে পারতেন। অন্য উপায়ও ছিল। মেদিনীপুর শহরের ঠিকানায় থাকা গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করে বিশেষ স্টিকার বা লোগো লাগিয়ে দেওয়া যেত। শহরবাসীর কথা মাথায় রেখে যদি সামনের বছরের পুজোয় এমন কোনও নিয়ম করলে মেদিনীপুর শহরবাসী খুবই উপকৃত হবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া বলেন, পুজোর সময়ে শহরে যানজট এড়াতেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যান চলাচল যে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশকিছু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবিত নিয়মগুলি পরের বার থেকে চালু করা যায় কি না, নিশ্চিতভাবেই দেখা হবে।

দাঁতনের আমজাদ আজ বলিউডের পরিচালক

জুলফিকার আলি, দাঁতন ঃ একটা সময়ে ছাত্র রাজনীতি করতেন। রাজনীতিটা শুরু দাঁতন কলেজ থেকে। সঙ্গে মার্শাল আর্টের অনুশীলনও করতেন। তারপর বিজ্ঞাপনের ছবি করতেন। এখান থেকেই চলে এসেছিলেন সিনেমা পরিচালনায়। আর এখন মালালা ইউসুফজাইয়ের উপরে সিনেমা করে চলে এসেছেন শিরোনামে। এখন তিনি বলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক। হ্যাঁ, বলছিলাম মেদিনীপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমজাদ খানের কথা। ছোটবেলায় দাঁতন হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই সিনেমার লাইনে আসার স্বপ্ন দেখা শুরু। সেই স্বপ্নটা আরও পাকাপাকিভাবে তৈরি হয় দাঁতন কলেজে থাকাকালীন। তবে সেই সময় ভালোভাবে ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার জন্য ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না কি করবেন। শেষ পর্যন্ত সিনেমার টানে পাকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সিনেমা পরিচালনায় আসবেন। এনিয়ে বলতে গিয়ে আমজাদ বলেন, মার্শাল আর্ট ভালোভাবে করার জন্য মুম্বাই গিয়েছিলাম। মুম্বাইয়ে বেস কিছু মার্শাল আর্টের স্কুল ছিল। এরপর সেখানে একটা রেস্তোরাঁ খুললাম। সেই রেস্তোরাঁয় আমাকে এই লাইনে নিয়ে এল। কারণ, রেস্তোরাঁয় কয়েকজন পরিচালক আসতেন, যাঁরা সিনেমা পরিচালনা নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁদের কথাগুলি আমার স্বপ্নটাকে উসকে দিয়েছিল। আর দেরি না করে কথা বলে চলে এসেছিলাম এই লাইনে। এরপর বেশ কিছু বিদেশি তথ্যচিত্র তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিলাম এবং কিউবার 'ফিদেল কাস্ত্রোর' তথ্যচিত্র করলাম। এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিলাম বিজ্ঞাপনের ছবির সঙ্গে। প্রায় দুশোর মতো বিজ্ঞাপনী ফিল্মও করেছি। কপিরাইটিং, ভিস্যুয়ালাইজারও ছিলাম। তারপরই সিনেমার দিকে আমার ঝোঁক এল। আমাজাদের প্রথম ছবি ছিল আন্ডালওয়ার্ল্ড নিয়ে। ছবির নাম ছিল 'টুমরো'। কিন্তু সেই ছবি আজও মুক্তি পায়নি। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্টে পৌঁচ্ছে যে ছবি। প্রথম ছবি নিয়ে বলতে গিয়ে আমজাদ বলেন, সাংবাদিকদের লেখা পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটা আটকে গেল। টুমরো'র পরে একটা সিনেমা করেছিলাম। সিনেমার নাম 'লে গয়া সাদ্দাম'। সেখানে মেসেজ এবং ম্যাটার ছিল 'নিকাহ হালালা নিয়ে। তিন তালাকের পরে মহিলারা অন্য পুরুষকে বিয়ে তারপর আবার স্বামীর ঘরে ফেরার প্রথা। যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে, এবার আসছে আরও একটা ছবি 'ফতোয়া'। যার পটভূমিতে রয়েছে দুজন শিল্পীর কাহিনী। একজন শিল্পী হিন্দু আর একজন মুসলমান। যারা নিজেদের ধর্মকে বদনাম করবেন। ওঁদের উপরে ১০০ কোটি টাকার ফতোয়া লাগবে। প্রায় ২০ বছর মুম্বাইয়ে আছেন আমজাদ। দারুণভাবে ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রিতে মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু অনেক নামী অভিনেতারাও কাজ পান না। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কারও যদি ডেডিকেশন থাকে আর সেইসঙ্গে কাজ জানে তাহলে কাজ পেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে তার জন্য একটু ধৈর্যের দরকার হয়।

বিলুপ্তপ্রায় কৈ মাছ চাষে উৎসাহ দিচ্ছে মৎস্যদপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যদপ্তরের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিলুপ্তপ্রায় কৈ মাছের চাষের দুটি প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছিল হলদিয়া ব্লকে। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সরকারি তত্ত্বাবধানে সাফল্য এসেছে। প্রাচীনকাল থেকেই কৈ একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মাছ হিসাবে সমাদৃত। বর্তমানে কৈ মাছের চাষ বাণিজ্যিকভাবে যথেষ্ট লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। ১-১.৫ গ্রাম ওজনের কৈমাছের বাচ্চা ছাড়া হয়েছিল প্রায় চার মাস পর একশো গ্রামের ওপরে ওজন দাঁড়িয়েছে। কৈ মাছ চাষের সাফল্য এসেছে বাড়ঘাসিপুর গ্রামের মাছচাষি পবিত্র মুখার্জী ও বাড়বাজিৎপুর গ্রামের তিন যুবকের (সুকদেব দাস, শঙ্করবন দাস ও

অরুণ কুমার দাস) যৌথ মৎস্য খামারে। বাড়বাজিৎপুর গ্রামের তিন যুবক কোন চাকরির পিছনে না ছুটে একশো দিনের কাজের প্রকল্প (এমজিএনআরইজিএ) এর মাধ্যমে তৈরি নতুন পুকুর লিজ নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে বিলুপ্তপ্রায় কৈ মাছ চাষে সাফল্য পেয়েছেন। মাছচাষিরা মৎস্যবিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাষ শুরু করেন। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা প্রায়শই এই চাষ প্রকল্পে এসে মাছের ওজন নিয়ে তাঁকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ দিয়েছেন।

হলদিয়া ব্লকের মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমন কুমার সাহু কিশোরি ফার্মগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, কৈ মাছের চাষ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে মৎস্যদপ্তর। পুকুর, ডোবা অথবা ছোটখাট জলাশয়ে কৈ মাছ চাষ অনায়াসেই করা যায়। সরকারি প্রদর্শনীর মাধ্যমে হাতে কলমে কৈ মাছের বাণিজ্যিক চাষ করে দেখানো হল যাতে আরও মাছচাষিরা উৎসাহিত হয়ে বিলুপ্তপ্রায় কৈ মাছ চাষে এগিয়ে আসে।

প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে ফলে এসকল মাছচাষ আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ লাভ করবে। বিলুপ্তপ্রায় কৈ মাছ চাষের সফলতা এলাকায় দারুণ উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে।